রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুন ১০, ২০১৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫/১০ জুন, ২০১৮

নিম্নলিখিত বিলটি ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ মোতাবেক ১০ জুন, ২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ১৯/২০১৮

দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদা পূরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বস্ত্র খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বস্ত্রশিল্পে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান, আধুনিকায়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ, দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, বৈশ্বিক চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্র উৎপাদন ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্ত আনীত বিল

যেহেতু বস্ত্রখাত বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত এবং ইহার অধিকতর প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদা পূরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বস্ত্র খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বস্ত্রশিল্পে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান, আধুনিকায়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ, দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, বৈশ্বিক চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্র উৎপাদন ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্ত বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বস্ত্র আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য : টাকা ১২.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) **"অধিদপ্তর"** অর্থ বস্ত্র অধিদপ্তর;

(২) **"উৎপাদন উপকরণ"** অর্থ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তন্তু বা আঁশ হইতে সুতা, সুতা হইতে কাপড়, উইভিং, নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং, তৈরি পোশাক, এক্সেসরিজ প্যাকেজিং, ফ্যাশন ডিজাইনিং, এমব্রয়ডারিসহ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন স্তরে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্র ও যন্ত্রপাতি;

(৩) **"ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা"** অর্থ সরকার বা **পোষক কর্তৃপক্ষ** কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(৪) **"নিবন্ধন"** অর্থ আইনের ধারা ১১ এর অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন;

(৫) **"মহাপরিচালক"** অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(৬) **"পোষক কর্তৃপক্ষ"** অর্থ বস্ত্র অধিদপ্তর;

(৭) **"বস্ত্র"** অর্থ কোনো প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা প্রস্তুতকৃত কোনো বস্ত্র বা বস্ত্র পণ্য বা নিম্নবর্ণিত কোনো তন্তু বা আঁশ হইতে প্রস্তুতকৃত বস্ত্র—

(ক) কোনো উদ্ভিদজাত তন্তু বা উদ্ভিদের বাকল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ও শিকড় হইতে প্রস্তুতকৃত তন্তু, যেমন- পাট ও পাট জাতীয় আঁশ, তুলা, নারিকেলের ছোবড়া, কলা, বাঁশ, বেত ও অন্যান্য উদ্ভিদের তন্তু বা আঁশ;

(খ) বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুতকৃত তন্তু, যেমন- পলিয়েস্টার, নাইলন, অ্যাক্রিলিক, ভিসকস (viscose) বা অন্য যে কোনো কৃত্রিম তন্তু;

(গ) কোনো খনিজজাত তন্তু বা খনিজ পদার্থ হইতে উৎপাদিত তন্তু;

(ঘ) কোনো প্রাণিজাত তন্তু বা প্রাণির দেহ হইতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত তন্তু;

(৮) **"বস্ত্রশিল্প"** অর্থ তুলা, সুতা, ফেব্রিকস, বস্ত্র বা তৈরি পোশাক, বস্ত্রখাতের মূলধনি যন্ত্রপাতি, কম্পোজিট কার্যক্রম, এলাইড টেক্সটাইল ও প্যাকেজিং উপাদান উৎপাদন, বস্ত্র পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, গুদামজাতকরণ, আমদানি ও রপ্তানি, বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ, বায়িং হাউজসহ সকল কার্যক্রম এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকারী সকল প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান;

তবে শর্ত থাকে যে, বস্ত্র পণ্য উৎপাদনের সহিত জড়িত নহে স্থানীয় বাজারের এইরূপ খুচরা ও পাইকারি বস্ত্র ব্যবসা এবং উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৯) **"ব্যক্তি"** অর্থে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা অন্য কোনো সংস্থা এবং আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট কোনো সত্ত্বা বা কৃত্রিম আইনগত সত্ত্বাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি।

৩। **পোষক কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী**।—পোষক কর্তৃপক্ষ বস্ত্রশিল্পকে সহায়তা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যে কোন কার্যাবলী সম্পাদনা করিবে।

৪। **রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্র মিলসমূহের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি**।—(১) যে সকল বস্ত্র মিল আইন দ্বারা বা সরকারের কোনো নীতির আওতায় বা তদধীন সম্পাদিত কোনো চুক্তির মাধ্যমে বিরাষ্ট্রীয়করণ, বেসরকারিকরণ, হস্তান্তর বা বিক্রয় করা হইয়াছে উক্ত বস্ত্র মিলসমূহ প্রযোজ্য কোনো শর্ত লংঘন করিলে সরকার বিরাষ্ট্রীয়করণ, বেসরকারীকরণ, হস্তান্তর বা বিক্রয় চুক্তি বাতিলপূর্বক উক্ত বস্ত্রমিলসমূহ পুনঃগ্রহণ (take back) করিতে পারিবে।

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন পুনঃগ্রহণকৃত বস্ত্রমিলের ব্যবস্থাপনা এবং উহার কার্যক্রম চলমান রাখিবার বা পুনরায় আরম্ভ করিবার জন্য বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিল্‌স কর্পোরেশন এর নিকট ন্যস্ত করিতে পারিবে।

(৩) সরকারি অর্থায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের সহিত বিদেশি সরকারের সহযোগিতা, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব, দেশি বিদেশি যৌথ বিনিয়োগ, দেশীয় বেসরকারি বিনিয়োগ, বৈদেশিক বিনিয়োগ বা অনুরূপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বস্ত্র মিলসমূহ আধুনিকায়ন এবং নূতন বস্ত্রমিল স্থাপন করা যাইবে।

(৪) সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্র মিলসমূহের অব্যবহৃত ভূমি বা স্থাপনা, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা বস্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট অধিকতর উৎপাদনশীল কোনো কার্যে ব্যবহারের জন্য প্রচলিত আইনের অধীন লিজ বা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ভাড়া প্রদান করিতে পারিবে।

৫। **বস্ত্রখাতে বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান**।—(১) সরকার বস্ত্র খাতে সরকারি, বেসরকারি, বৈদেশিক, বহুজাতিক কোম্পানি, দেশি বিদেশি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বসহ অন্য কোনো প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ আকর্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) বস্ত্রখাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সরকার বস্ত্র উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদনের অগ্র-পশ্চাৎ সংযোগ স্থাপন (Forward and Backward linkage), গার্মেন্টস খাতের সহায়ক উপকরণ ও প্যাকেজিং শিল্প বা কম্পোজিট টেক্সটাইল স্থাপন, আমদানি, রপ্তানি, বিক্রয়, পরিবহন, বিতরণ, কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সুলভ মূল্যের যন্ত্রপাতি উৎপাদন বা আমদানির মাধ্যমে সরবরাহ, আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সংগ্রহ, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৩) সরকার, বস্ত্র শিল্পে বাংলাদেশের বিদ্যমান অবস্থান অধিকতর দৃঢ় করিবার লক্ষ্যে বস্ত্র পণ্য উৎপাদন, পণ্যের মানোন্নয়ন, রপ্তানির প্রসার, উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহিত সমন্বয়সাধন এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কূটনীতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৪) আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, শুল্ক আইনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের অধীন প্রদেয় বিনিয়োগ সংক্রান্ত সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) কোনো বস্ত্রশিল্প সরকারি, আধা-সরকারি, কোনো সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাণিজ্য সংগঠন, অ্যাসোসিয়েশন, ব্যাংক, বীমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় কোনো সুবিধাদি, যদি থাকে, প্রাপ্তির অধিকারী হইবে।

(৬) সরকার বস্ত্রশিল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য হেল্প ডেস্ক চালু, ইউটিলিটি সেবা প্রদান নিশ্চিত করিবে।

(৭) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় বিধানাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।

৬। **প্রণোদনা ও পুরস্কার।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার প্রয়োজনে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তে, কোনো বস্ত্রশিল্পকে প্রণোদনা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা জাতীয় শিল্প নীতি দ্বারা ঘোষিত প্রণোদনাসমূহ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সামঞ্জপূর্ণভাবে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(৩) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তে, বস্ত্রশিল্প খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে উক্ত খাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিবার জন্য পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে।

৭। **উৎপাদন উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও সমন্বয়।**—(১) বস্ত্রশিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত রং, রাসায়নিকসহ অন্য কোনো উপাদান যে কোনো পর্যায়ে বাজারজাত করিবার সময়, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমদানিকারকের নিকট হইতে নমুনা সংগ্রহ করিয়া, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরীক্ষাপূর্বক উহার মান যাচাই করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত উপাদান দ্বারা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কোনো পণ্য প্রস্তুতপূর্বক বিক্রয় বা বাজারজাত করা যাইবে না।

৮। **কাঁচামাল আমদানি ও রপ্তানি।**—(১) কেবল রপ্তানিমুখী বস্ত্রশিল্পে ব্যবহার বা প্যাকেজিং এর উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত কাঁচামাল রপ্তানি বহির্ভূত বস্ত্রশিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিক্রয় ও বাজারজাত করা যাইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি বস্ত্র শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল দেশে উৎপাদন বা আমদানিপূর্বক কোনো রপ্তানিমুখী বস্ত্রশিল্পের নিকট লেটার অব ক্রেডিট (এলসি) এর আওতায় বিক্রয় করিলে উহা প্রচ্ছন্ন রপ্তানি আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি বৈদেশিক মুদ্রায় বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রাপ্য হইবেন।

৯। **নিরাপত্তা ও কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন।**—কোনো বস্ত্রশিল্পের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সার্বিক কর্ম পরিবেশের মান সংশ্লিষ্ট বস্ত্রশিল্পকে নিশ্চিত করিতে হইবে।

১০। **বস্ত্রখাতের দক্ষ জনবল সৃষ্টি, ইত্যাদি।**—(১) সরকার, বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) সরকার, বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ডিজাইন ইনস্টিটিউট, ফ্যাশন ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এর আওতায় বস্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাইবে।

(৪) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে বস্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠনের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) সরকারি, আধা-সরকারি এবং বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, কারিক্যুলাম প্রণয়ন ও তথ্য সংরক্ষণের বিষয়ে অধিদপ্তর সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

(৬) অধিদপ্তর, বস্ত্রশিল্প সম্পর্কিত চাহিদাভিত্তিক কারিক্যুলাম প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমন্বয়ে সাধন করিবে।

(৭) অধিদপ্তর, সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব পালন করিবে।

(৮) অধিদপ্তর, বেসরকারি টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার মান, যন্ত্রপাতি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য স্থাপিত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির পর্যাপ্ততা যাচাইয়ের লক্ষ্যে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং তদনুযায়ী সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৯) সরকার, বস্ত্রখাতে উচ্চমূল্য সংযোজিত বস্ত্র বা বস্ত্র পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ফ্যাশন ডিজাইনিং, মার্কেটিং, ম্যার্চেন্ডাইজিং, ব্যবস্থাপনা এবং সার্বিক কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(১০) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনে, বিদেশি প্রশিক্ষক দ্বারা যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা যাইবে।

১১। **বস্ত্র শিল্পের নিবন্ধন**।—(১) মহাপরিচালক বস্ত্রশিল্প নিবন্ধকের দায়িত্ব পালন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অধিদপ্তরের অন্য কোনো উপযুক্ত কর্মকর্তাকে বস্ত্রশিল্প নিবন্ধকের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) পোষক কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন ব্যতীত কোনো বস্ত্রশিল্প পরিচালনা করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফি প্রদান সাপেক্ষে, নিবন্ধকের নিকট আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক, এই আইন প্রণয়নের পূর্বে প্রদত্ত বস্ত্র শিল্পের নিবন্ধন—

(ক) এইরূপে কার্যকর থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রদত্ত হইয়াছে;

(খ) কেবল উহার অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে;

(গ) এর মেয়াদ ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হইয়া গেলে উহা এই আইনের অধীন নবায়নযোগ্য হইবে;

(ঘ) নবায়নের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন, এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুসারে, বিবেচনাক্রমে, আবেদন দাখিলের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিতে হইবে।

(৬) এই ধারার অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন সনদের মূলকপি হারাইয়া বা নষ্ট হইয়া গেলে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফি প্রদান সাপেক্ষে, নিবন্ধকের নিকট আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৭) এই ধারার অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন সনদের উহার মেয়াদ ও নিবন্ধন প্রদানের শর্তাবলি উল্লিখিত থাকিবে।

১২। **নিবন্ধন নবায়ন, স্থগিত, বাতিলকরণ, ইত্যাদি**।—(১) নিবন্ধন গ্রহীতা গৃহীত নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩ (তিন) মাস পূর্বে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিবন্ধন নবায়নের আবেদন দাখিল করিবেন।

(২) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করা হইলে বা নিবন্ধন সনদে উল্লিখিত কোনো শর্ত ভঙ্গ করা হইলে বা নিবন্ধন প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোনো ভুল বা অসত্য তথ্য প্রদান করা হইলে নিবন্ধক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিবন্ধন স্থগিত বা, ক্ষেত্রমত, বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) নিবন্ধন গ্রহীতাকে অন্যূন ১৫ (পনের) দিনের কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান না করিয়া উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো নিবন্ধন স্থগিত বা, ক্ষেত্রমত, বাতিল করা যাইবে না।

১৩। **বায়িং হাউজের নিবন্ধন**।—ধারা ১২ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রয়োজনে, বায়িং হাউজের নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি, নিবন্ধন সনদ প্রদান, নিবন্ধন স্থগিত ও নবায়ন, ফি নির্ধারণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৪। **পরীক্ষাগার স্থাপন**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পরীক্ষাগার স্থাপন করিতে পারিবে।

১৫। **গবেষণা, তথ্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা, তথ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি**।—(১) সরকার, বস্ত্রখাতের উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিবে।

(২) বস্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট কোনো বেসরকারি সংগঠন, প্রয়োজনে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে, গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) অধিদপ্তর, বস্ত্রখাত সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর বা সংস্থা বা ব্যবসায়ী সংগঠন হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া, একটি অনলাইন ভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার স্থাপন করিবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর বা সংস্থা বা ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহ উপ-ধারা (৩) এর অধীন স্থাপিত তথ্যভাণ্ডারে সন্নিবেশের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করিবে।

(৫) অধিদপ্তর, তথ্যভাণ্ডারে রক্ষিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করিবে এবং বার্ষিক ভিত্তিতে নিবন্ধনকৃত বস্ত্রশিল্পের তালিকা, বস্ত্র আমদানি, উৎপাদন ও রপ্তানির তথ্যসহ অন্যান্য তথ্যসম্বলিত পুস্তিকা মুদ্রণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

১৬। **পরিদর্শন ও তথ্যাদি প্রদান**।—(১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিবন্ধনের শর্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বস্ত্রশিল্প পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে প্রতিবেদন এবং প্রয়োজনে সুপারিশ সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবেন।

(২) সরকার, আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত, সুতা ও বস্ত্রের মজুদ কার্যক্রম ও বাজারজাতকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং, সময় সময়, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিবে।

(৩) সরকার, উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনের জন্য, প্রকৌশলগত সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে পোষক কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করিবে।

১৭। **আপীল**।—(১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা নিবন্ধন গ্রহীতা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্তরূপ আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল দায়েরের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এতদ্‌বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

১৮। **ক্ষমতা অর্পণ**।—সরকার বা, ক্ষেত্রমত, অধিদপ্তর, লিখিত আদেশ দ্বারা উহার যে কোনো ক্ষমতা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে কোনো ব্যক্তি, কর্মকর্তা বা সংস্থাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৯। **অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা**।—সরকার আদেশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তি, বস্ত্র ও বস্ত্রপণ্য উৎপাদনকারী, আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারককে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান বা আদেশের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

২০। **অসুবিধা দূরীকরণ**।—এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে এই আইনের কোনো বিধানের অস্পষ্টতার কারণে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহা স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবে।

২১। **বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। **নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা**।—সরকার, এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। **হেফাজত**।—অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্য, গৃহীত সিদ্ধান্ত, জারিকৃত আদেশ বা অনুমোদিত কোনো পরিকল্পনা, এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এমনভাবে চলমান থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন সম্পাদিত, গৃহীত, জারিকৃত বা অনুমোদিত হইয়াছে।

২৪। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ-সম্বলিত বিবৃতি

বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প এ দেশের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত এবং অর্থনীতির অন্যতম মূল চালিকা শক্তি। বিশ্বের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২য় অবস্থানে রয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বস্ত্র খাতে রপ্তানি আয় ছিল ২৯.২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮৩.৯৫%। বর্তমান সরকার প্রণীত 'রূপকল্প ২০২১' অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে শুধুমাত্র বস্ত্র খাত হতে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানে বস্ত্রখাত বিশাল ভূমিকা রাখছে। বস্ত্র খাতের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নকে টেকসই ও গতিশীলকরণ অপরিহার্য।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় Allocation of Business অনুযায়ী বস্ত্র খাতের কৌশল নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের পরিধিভুক্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের বস্ত্র খাতকে যুগোপযোগীকরণ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনে সহায়তাকরণ, টেকসই উন্নয়ন, বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আধুনিকায়ন, সমন্বয় ও মান নিয়ন্ত্রণ, বস্ত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে চাহিদা ভিত্তিক কারিক্যুলাম (curriculum) প্রণয়ন, গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে খসড়া 'বস্ত্র আইন ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়।

২। **খসড়া 'বস্ত্র আইন ২০১৮' এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :**

(ক) খসড়া 'বস্ত্র আইন ২০১৮' এ ২৪টি ধারা এবং ৬০টি উপধারা রয়েছে;

(খ) এই আইনে বস্ত্র অধিদপ্তরের কার্যাবলি (যেমন-বস্ত্রখাতে বিনিয়োগ, উন্নয়ন, বিপণন, পরিবহন, জাহাজিকরণ, তদারকি ও সহায়তা প্রদান ইত্যাদি) সন্নিবেশ করা হয়েছে;

(গ) রাষ্ট্রায়ত্ত্ব মিলসমূহের ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও আধুনিকায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে, এক্ষেত্রে জি টু জি সহ বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ রাখা হয়েছে;

(ঘ) উৎপাদন উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও সমন্বয়, কাঁচামাল আমদানি ও রপ্তানি, নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা ইত্যাদি, আইনের আওতায় আনা হয়েছে;

(ঙ) বস্ত্রশিল্পের নিবন্ধন, পরীক্ষাগার স্থাপন, তথ্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা ও তথ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

(চ) বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ডিপ্লোমা ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ফ্যাশন ইনস্টিটিউট, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে;

(ছ) বস্ত্রখাতের প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণোদনা, গবেষণা, পরিদর্শন ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়েছে।

এ আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে বস্ত্রখাতে আরো সুসংহত রূপ লাভ করবে এবং বস্ত্রখাত আরো সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হবে মর্মে আশা করা যায়।

৩। এমতাবস্থায়, গত ২৬-০২-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকের চূড়ান্ত অনুমোদন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ অনুযায়ী 'বস্ত্র আইন ২০১৮' বিল আকারে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য পেশ করা হল।

মুহাঃ ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd